যায়যায়দিন

03 APR 2007

চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

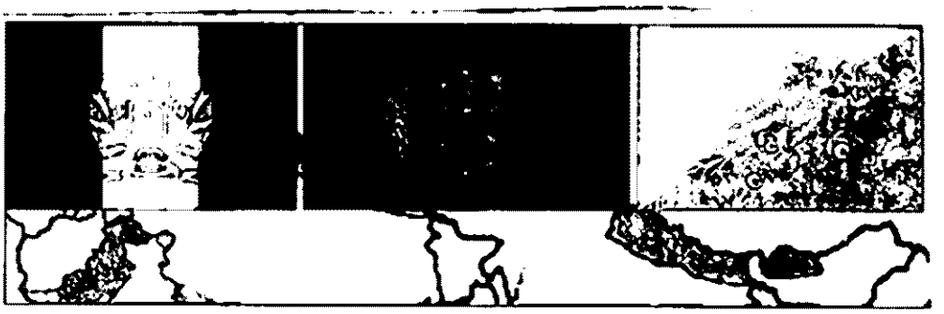

চতুর্দশ সার্ক সম্মেলন :

১৯৮৫ সালে অনেক স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল সার্কের (South Asian Association for Regional Co-operation, SAARC)। তার পর কেটে গেছে ২২ বছর। সময়টা খুব দীর্ঘ না হলেও একটি আঞ্চলিক সংগঠনের পরিপক্কতার জন্য যথেষ্ট। এদিক থেকে সার্ককে মোটামুটিভাবে সফল বলা যায়। টিকে থাকার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে সার্ক। তার প্রমাণ চতুর্দশ সম্মেলনের প্রাক্কালে সার্ক সম্পর্কে আমেরিকা ও চায়নার মতো শক্তিধর দেশগুলোর আগ্রহ প্রকাশ। সেসঙ্গে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ। এটা সত্যি যে, একটি কার্যকর আঞ্চলিক ফোরাম হিসেবে সার্কের সফলতা তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বিশেষ করে সার্ক সদস্যদের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এখনো খুব কম। সদস্যদেশগুলোর মোট বাণিজ্যের মাত্র ৫% নিজেদের মধ্যে সংঘটিত হয় যেখানে নাফটার (North American Free Trade Agreement) এটা ৫২% ইইউতে (European Eunion) ৫৬%।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্ব অঙ্গনে দিন দিন সার্কের গুরুত্ব বাড়ছে। এর পেছনে কারণ হলো, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে সাম্প্রতিক ইতিবাচক পরিবর্তন, সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি ইত্যাদি। সেসঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে এ অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব তো রয়েছেই। আর সবকিছু মিলে দক্ষিণ এশিয়ার রয়েছে এক অফুরন্ত সম্ভাবনা। এখন দরকার সে সম্ভাবনার পথে বাধাগুলো চিহ্নিত করা এবং একে একে তা দূর করা। এ ক্ষেত্রে মাইলফলক হতে পারে এবারের সম্মেলন। তুলনামূলকভাবে এবারের সম্মেলন একটি শান্তিপূর্ণ সময়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত গত সম্মেলনে বড় ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। নিরাপত্তাহীনতা আর তারিখ পেছানোর কারণে সম্মেলনটি অনেকটা আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল। সার্কের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সদস্য হিসেবে ইনডিয়ার প্রভাব এবং কিছুটা স্বেচ্ছাচারী মনোভাবও অন্য সদস্যরা টের পেয়েছিল হাড়ে হাড়ে। কিন্তু এবার সম্মেলন হচ্ছে ইনডিয়ায়, তাই দায়িত্বও বেশি তাদের।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত গত শীর্ষ সম্মেলনে ইনডিয়ার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন, গত ২০ বছরের তুলনায় আগামী ২০ বছরে ভিন্ন কিছু করাই হবে সার্কের লক্ষ্য। কারণ, এতোদিন সার্ক শুধু কাগজে-কলমে বড় বড় ডকুমেন্ট তৈরিতেই অধিকাংশ সময় কাটিয়েছে; কিন্তু সেসবের ওপর ভিত্তি করে কাজ হয়েছে সামান্যই। একথা প্রমাণ করে সার্ককে একটি কার্যকর সংগঠন রূপেই দেখতে চায় ইনডিয়া। এ সম্পর্কে ইনডিয়ার সাউথ এশিয়ান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এসডি মুনি বলেন, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ইনডিয়ার ভূমিকা বৃদ্ধি এবং অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক সংহতিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে দেশটির দায়িত্ব বেড়েছে। দি হিন্দু পত্রিকার ভাষ্যমতে, নিউ দিল্লির আচরণেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। দেশটির আমলাতন্ত্রের একটি বড় অংশ এখন মনে করছেন, ইনডিয়াকে অবশ্যই তার নিকটতম প্রতিবেশীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সুযোগগুলোকে শেয়ার করতে হবে।

সন্ত্রাসবাদ ইসুতে পাকিস্তানের প্রতি আগের মতো কট্টর মনোভাব পোষণ

ইনডিয়ার রাজধানী নি
কনভেনশন সেন্টারে ৩
সার্ক শীর্ষ সম্মেলন। এ
হলো, কানেকটিভিটি (
যোগাযোগ স্থাপন। ৩
দেশগুলোর মধ্যে সংহ
সম্মেলনের মূল লক্ষ্য
সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে
আফগানিস্তান। সার্কে
করছে আরো অনেকে।
বড় হচ্ছি আমরা। নত
সার্ক বিশ্ব আঙিনায়

মুহাম্মদ রা

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

ড. মনমোহন সিং

শওকত আজিজ

গিরিজা প্রসাদ কৈরালা

মাহিন্দ রাজাপাকশে

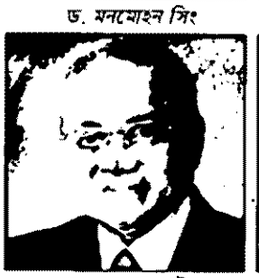

মামুন আবদুল গাইয়ুম

থানডু ওয়াংচুক

হামিদ কারজাই

মুহাম্মদ

এবারের সম্মে

- অষ্টম সদস্য দেশ হিসে
- প্রথমবারের মতো প
ইওরোপিয়ান ইউনিয়ন,
- অংশ নেবেন ইনডিয়ান
শওকত আজিজ, বাংলা
ড. ফখরুদ্দীন আহমদ,
প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ
গাইয়ুম, শ্রী লংকার
আফগানিস্তানের প্রেসি
- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উ
জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
সং মিং-মুন।
- আমেরিকার প্রতিনিধি
সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রি
- প্রধান আলোচ্য বিষয়

রঙিলা
শেষ হ

এ নাটকটির
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মা
গাজীপুরের বি
লোকেশনে,
ধারাবাহিকটির ৩
শেষ হয়েছে। বা
কাজ এখন চল
কাহিনীতে গ্রামে
একটি পরিবা
ঘটনাকে তুলে
হয়েছে। গ্রাম্য
পাচ ভাই ও এক
বসবাস করে। এ
আচরণ একেক রক